টেকসই উন্নয়নে মানসম্মত শিক্ষা ও কর্মসংস্থান জরুরি : ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

বাংলাদেশের টেকসই উন্নয়নের জন্য মানসম্মত শিক্ষা ও কর্মসংস্থান সবচেয়ে বড় লক্ষ্য হওয়া উচিত বলে মনে করেন এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্লাটফরমের আহ্বায়ক ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য। সোমবার রাজধানীর আগারগাঁওয়ে বাংলাদেশ-চায়না মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রে 'জাতীয় এসডিজি রিপোর্ট-২০২৫ : যুব সমাজের ভাবনা' শীর্ষক সেমিনারে তিনি এ কথা বলেন। সাম্প্রতিক বিভিন্ন ইস্যু নিয়ে তিনি বলেন, কণ্ঠস্বর যত বড়ই হোক, তা সবসময় ন্যায্য দাবি নয়। যে জোরে বলে, তার কথাই ঠিক এমন কোনো নিশ্চয়তা নেই। উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার অবশিষ্ট অংশ ছাড়াই ফল প্রকাশের প্রসঙ্গ তুলে তিনি বলেন, বড় একটি অংশ আন্দোলন করে পরীক্ষা ছাড়াই ফল প্রকাশের দাবি তুলেছিল। কিন্তু কিছু শিক্ষার্থী ছিল, যারা পরীক্ষা দিতে চেয়েছিল। এখন তারা অটোপাশ বলে কটূক্তির শিকার হচ্ছে, অথচ তারা সঠিক পথেই ছিল। মতপ্রকাশের স্বাধীনতা নিয়ে তিনি বলেন, আন্দোলন-সংগ্রামের মাধ্যমে আমরা বাক্‌স্বাধীনতা অর্জন করেছি। কিন্তু এর সঠিক ও কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত করা জরুরি।

সেমিনারে প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ের মহাপরিচালক (এসডিজি) শিহাব কাদের, জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচির (ইউএনডিপি) সহকারী আবাসিক প্রতিনিধি আনোয়ারুল হক, সিপিডির ফেলো অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমানসহ অনেকে বক্তৃতা দেন। মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, আমাদের দেশে ভালো শিক্ষাব্যবস্থা করতে গেলে যে বিভিন্নমুখী শিক্ষাব্যবস্থা আছে তার সমন্বয় প্রয়োজন। এ সময় জানানো হয়, এসডিজি

নিয়ে আগে দুবার স্বেচ্ছাপ্রণোদিতভাবে জাতীয় প্রতিবেদন (ভিএনআর) প্রকাশ করা হয়েছিল। এবার সরকারিভাবে এ প্রতিবেদন তৈরি করা হচ্ছে। সেমিনারে কণ্ঠস্বর ও অংশগ্রহণ, শোভন কর্মসংস্থান, গুণগত শিক্ষা ও দক্ষতা উন্নয়ন এবং জলবায়ু ন্যায়বিচার এ চারটি বিষয়ে তরুণদের মতামত নেওয়া হয়। তারা এসব ক্ষেত্রে দেশের অগ্রগতি, চ্যালেঞ্জ ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে মত প্রকাশ করেন।

তরুণ প্রতিনিধিদের মতামত এবার সরাসরি প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত করা হবে বলে জানান ড. দেবপ্রিয়। তিনি বলেন, এবারের জাতীয় প্রতিবেদন দলীয় নয়। বরং সরকার, নাগরিক সমাজ ও তরুণদের সমন্বয়ে তৈরি হচ্ছে। প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয় ও ইউএনডিপির সহযোগিতায় ও সুইজারল্যান্ড দূতাবাসের অর্থায়নে সিটিজেনস প্ল্যাটফরম ফর এসডিজি, বাংলাদেশ সেমিনারটির আয়োজন করে। এতে শিক্ষার্থী, প্রতিবন্ধী, ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী, এনজিওকর্মীসহ বিভিন্ন
শ্রেণির তরুণরা অংশ নেন।